গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

নং ০৫.৮১.০০০০.০০১.০১.০০৩.০৪ (অংশ-৫).৪৯৬(৫০)   তারিখ: ১০/০৮/২০২০ খ্রি.

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১তম বোর্ড সভা ২২/০৭/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন এর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

১০/৮/২০২০.

সংযুক্তি: ৩১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সচিব)
ফোন : ৪৯৩৪৯৩২৩
ফ্যাক্স : ৯৩৩৫৩৪৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
০২। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৩। অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার ও সভাপতি, আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
০৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
০৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৭। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
০৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।
০৯। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১৪। যুগ্মসচিব(মতামত), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫। পরিচালক(প্রশাসন)/পরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১৭। সচিব এর একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮। উপসচিব, সচিবালয় শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১৯। মহাপরিচালক এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২০। উপপরিচালক (প্রশাসন)/উপপরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২১। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/ময়মনসিংহ।
২২। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৪। গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৫। হিসাবরক্ষণ অফিসার, কল্যাণ তহবিল/বোর্ড তহবিল, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৬। পরিবহণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করণের জন্য)।
২৮। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: **২২ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১তম সভার কার্যবিবরণী।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩১তম বোর্ড সভা ২২ জুলাই, ২০২০ তারিখ বেলা ১১.৩০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন এর সভাপতিত্বে zoom apps এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট -'ক' দ্রষ্টব্য।

সভার শুরুতে সভাপতি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে (১) জনাব মোঃ মহসিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, (২) জনাব নরেন দাশ, সচিব, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অকাল মৃত্যুবরণ করায় তাদের স্মারণে ১ মিনিট নিরবতা পালনের প্রস্তাব করলে তাঁর প্রস্তাবমতে ১ মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রমের সূচনা হয়।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ১.০। গত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম সভার কার্যবিবরণী সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত (Confirm) করা হয়। অতঃপর বিগত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৩০তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

(i) বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সানুনয় নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সময় চেয়ে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ৩০/০১/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় নক্সাটি দেখেছেন। অতঃপর তিনি কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবনের নক্সাটির পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে স্থাপত্য অধিদপ্তর ১৬/০২/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা করে এবং ডিপিপি তৈরি করার জন্য ১৯/০২/২০২০ খ্রি. গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

(ii) শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ভাড়া বৃদ্ধিসহ চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া উক্ত সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য গত ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩.০২৮.৮৫(খন্ড-২)-৩২৪ নং স্মারকের মাধ্যমে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোন তথ্য বা জবাব পাওয়া যায় নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : **(১) ভবনটির ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, কেপিআইডিসি প্রত্যয়ন দ্রুত দাখিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;**
(২) শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বৃদ্ধিসহ চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা ও ভাড়া আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : **(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;**
(২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর;
(৪) পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) <u>বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।</u>

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ২০ (বিশ) তলা বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য গত ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০২. ১৬.০০৯.০১-৩২৫ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে ৪৯৬/স্থা: স্মারকে ২০ (বিশ) তলা বহুতল ভবন নির্মাণের চাহিদাসমূহ প্রণয়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নির্ধারণের জন্য প্রত্যাশী সংস্থা, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহকারে একটি সমন্বয় সভা আহবান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে zoom app এর মাধ্যমে সভা আহবান করে দ্রুত নকশা প্রণয়ন করতে হবে। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভাপতি সভাটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে যেন করতে পারেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহকারে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে zoom apps এর মাধ্যমে সভা আহবান করতে হবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।
(৩) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ।

(গ) <u>স্টাফবাসের গ্যারেজের স্থান নির্বাচন।</u>

স্টাফবাসের গ্যারেজের স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৫/০৭/২০১৮ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩. ০৫৯.১৩-৩১৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ঢাকাকে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির গাড়িগুলোর জন্য একটি মেরামত কারখানা ও গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় ০৪/১২/২০১৮ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০১. ০৩.০৫৯.১৩-৫৬৩ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৭/১১/২০১৮ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা-কে গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সভাপতি বলেন যে, সচিবালয়ের পুর্ব পাশে মুক্তাঙ্গনের জায়গাটি গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে কমিশনার ঢাকার নিকট জানতে চান, বোর্ডের গাড়ী সংখ্যা কত এবং গ্যারেজ বেশী দূরে হলে সচিবালয়ে কর্মচারীদের যাতায়াতের সমস্যা হতে পারে। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, নতুন পুরাতন মিলে বোর্ডের বর্তমানে ১০০ টি গাড়ি রয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা জানান যে, মুক্তাঙ্গান জায়গাটিতে এত গাড়ি রাখা সম্ভব নয়। মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং করে এখানে রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া আশুলিয়া, বাবু বাজার ব্রিজের পাশে, ধলেশ্বরী নদীর কাছে মাওয়া রোডের পাশে জায়গা যদি ভাল পাওয়া যায় তা গ্যারেজের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা স্টাফবাস কর্মসূচির গাড়িগুলোর মেরামত কারখানা ও গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে বাবু বাজার ব্রিজের পাশে মাওয়া রোডে, আশুলিয়া, গাজীপুরে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের পদক্ষেপ নেবেন।

বাস্তবায়নে : (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।

(ঘ) সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক <u>সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনা।</u>

মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাক্তন এনবিআর এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের একটি আবেদন আছে। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, তিনি মামলায় ১১,৮১,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বিষয়ে একটি কমিটি করে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড জানান, মহাপরিচালক,

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-কে সভাপতি করে একটি বাছাই কমিটি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব-কে আহবায়ক করে একটি উপকমিটি গঠন করার প্রস্তাব হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে এ অর্থ প্রদান করা হবে এবং কত টাকা প্রদান করা হবে এ বিষয়ে গাইড লাইন না থাকায় অর্থ প্রদানের সুপারিশ করা হয়নি। প্রাক্তন এনবিআর চেয়ারম্যানের মামলাটি ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ায় এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বোর্ড এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হবে কিনা? মহাপরিচালক বলেন, বিধিমতে বোর্ডের সম্মতি থাকলেই হবে। তবে প্রস্তাবিত উপকমিটির রূপরেখা বোর্ড অনুমোদন করলে উক্ত উপকমিটির সুপারিশ বিধিসম্মতভাবে পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদন করে নেয়া যাবে। এ বিষয়ে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশকৃত উপকমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:

০১.	মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, আইন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
০৩.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	-	সদস্য
০৪.	অর্থবিভাগ এর একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	-	সদস্য
০৫.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	-	সদস্য
০৬.	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	-	সদস্য
০৭.	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য-সচিব

সিদ্ধান্ত: (১) আইনগত ও আর্থিক সহায়তা বিষয়ক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপকমিটি অনুমোদিত হয়।

(২) সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উপকমিটির সভা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(ঙ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরাসরি জনবল নিয়োগ।

পরিচালক(প্রশাসন) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মতিঝিল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ঐ কেন্দ্রগুলোর শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে, তাদের প্রশিক্ষণ শেষে যে সনদ দেয়া হয় তা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হয় কিনা, এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়। কতগুলো কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ছাত্রী সংখ্যা কত ইত্যাদি জানতে চান। পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে সনদ প্রদান করা হয় না। বোর্ডের প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বোর্ডের ২ জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তাদের সনদ প্রদান করা হয়। মোট ১০ টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো পরিচালনার জন্য বার্ষিক প্রায় ২.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। সরকারি রাজস্ব বাজেট হতে এ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। সভাপতি বিভাগীয় কমিশনারগনকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলো পরিদর্শণ করে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া/বিধি অনুসরণপূর্বক মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৫টি প্রশিক্ষক পদে সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ এবং দারোয়ান পদে ০৬টি ও সুইপার পদে ০১টি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: (ক) বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

(খ) মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৫টি প্রশিক্ষক পদে সরাসরি বিজ্ঞপ্তি এবং দারোয়ান পদে ০৬টি ও সুইপার পদে ০১টি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল।

(চ) বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা:

বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তফসীলভুক্ত বেসরকারি ব্যাংকসমূহের সুনাম, সক্ষমতা ও অবস্থান যাচাই করে প্রাক্তন সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৭.৩৫ কোটি (সাত কোটি পয়ত্রিশ লাখ) টাকা ৮.৫০% হারে সিটি ব্যাংক লি. কাওরান বাজার শাখা, ঢাকায় ১৫/০২/২০১৯ তারিখে ১ বছরের জন্য স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ শেষে লাভসহ ৭,৯৭,৮২,২০৮.৩৩ টাকা ৬.০০% হারে মুনাফায় সিটি ব্যাংকে বিনিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে সরকারি নির্দেশনায় আমানতের মুনাফা কমিয়ে দেয়ার কারণে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে ৬% হারে মুনাফায় বিনিয়োগ করতে হয়েছে। পুনরায় সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫/০৯/২০১৯ তারিখে ২.০০ কোটি টাকা ৯.৫০% হারে মুনাফায় ১ বছরের জন্য সিটি ব্যাংক লি:, কাওরান বাজার শাখায় বিনিয়োগ করা হয়। মেয়াদ শেষে ৬% হারে মুনাফা প্রদানের প্রস্তাব করায় উক্ত টাকা উত্তোলন করে ৬.৪০% হারে মুনাফায় জনতা ব্যাংক লি:, জিরো পয়েন্ট শাখা, ঢাকায় বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জানান যে, সিটি ব্যাংক লি: একটি বেসরকারি ব্যাংক, এ অর্থ সরকারি ব্যাংকে রাখাই সমীচিন হবে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ৭% ও ৭.৫% হারে মুনাফা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিভাগীয় কমিশনার খুলনা জানান যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের টাকাগুলো বেসরকারি ব্যাংকে রাখা ঠিক হবে না, কারণ সরকারি ব্যাংকগুলো বিভিন্ন সেবা প্রদানের কারণে আর্থিক সংকটে থাকায় বেসরকারি ব্যাংকে টাকা না রেখে সরকারি ব্যাংকে এ অর্থ রাখা উত্তম।

সিদ্ধান্ত: বোর্ডের আমানতসমূহ সরকারি ব্যাংকে রাখতে হবে। সরকারি ব্যাংকের মধ্যে যে ব্যাংক বেশী মুনাফা প্রদান করবে সে ব্যাংকে আমানত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি সংগ্রহ।

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় ও কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি সংগ্রহের বিষয়ে গত ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১. ০০০০.০০১.০৩.০৮৮.১৮-৩২১ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক ০.৬৬ একর জমি প্রতীকীমূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অন্য বিভাগীয় শহরে কোথাও যদি জায়গা পাওয়া যায় তা হলে সেটি কল্যাণ বোর্ডকে প্রদান করা যেতে পারে। আলোচনাকালে সিলেট-সুনামগঞ্জ রোডে খাস জমি বরাদ্দের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা সভায় অবহিত করেন যে, সিলেট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর পাশে খাস জায়গা পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট-কে পরামর্শ প্রদান করেন। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল জানান যে, বরিশাল শহরের ভিতরে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই শহরের বাহিরে খাস জায়গা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ এ বোর্ডের জন্য বাণিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে: বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ।

(জ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-এর নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনা কল্যাণ কেন্দ্রের (অডিটরিয়াম) সংস্কারপূর্বক ব্যবহার উপযোগী এবং ভবনের পাশের জমিতে পরিকল্পিতভাবে দোকান ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে নকশা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে গত ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০২.১৬. ০০৯.০১-৩৩০ নং স্মারকের মাধ্যমে উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনাকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিষয়ে আলোচনাকালে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা জানান যে, খুলনা বিভাগীয় কমিউনিটি সেন্টারটি ৮০ দশকে নির্মিত পুরাতন অডিটরিয়াম। বর্তমানে এ ধরনের ভবন অচল। তারপরও তিনি ঐ ভবন সংস্কার করে আপাতত ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে ভবনের সংস্কার করেন এবং ওয়াসার পরিত্যক্ত ভবনসহ দেয়াল নির্মাণের সহযোগিতা প্রদান করেন। বর্তমানে ঐ ভবনসহ ভূমি বোর্ডের দখলে

এসেছে। উক্ত ভূমি যথাযথ ব্যবহার ও দখল নিশ্চিতকরণে আরো বরাদ্দের প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বোর্ডের প্রায় এক একর জমি রয়েছে (ভবনসহ) ঐ জমি যথাযথভাবে উদ্ধার করে তাতে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন বহুমুখী ভবন নির্মাণ করা গেলে বোর্ডের জন্য আয়ের উৎস হবে। এ বিষয়ে উপপরিচালক খুলনা বিস্তারিত অগ্রগতি অবগত করলে সভাপতি বোর্ডের এ স্থানে একটি আধুনিক কমিউনিটি সেন্টারের নকশা প্রস্তুত করে ডিপিপি ও প্রাক্কলন করে একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা কে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত : বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা কল্যাণ কেন্দ্রের (অডিটরিয়াম) এর স্থাপে একটি আধুনিক কমিউনিটি সেন্টারের নকশা, ডিপিপি ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।

বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, খুলনা।

(ঝ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক আলোচনা।

পরিচালক(প্রশাসন) জানান যে, স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য ০৬/০৪/২০১৫ তারিখে স্টাফবাস কর্মসূচির কয়েকজন কর্মচারী মহামান্য হাইকোর্টে (৩০৯০/২০১৫ নং) রীট পিটিশন দায়ের করে। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালকসহ কয়েক জনকে বিবাদী করা হয়। বোর্ডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে তথ্যাদি/জবাব প্রেরণ করা হয়। ১৫/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট এই মামলার রায় প্রদান করে এবং এসব কর্মচারীদেরকে LGED এর প্রকল্পভূক্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের নিয়ম অনুসরণ করে তাদেরকে নিয়মিত করণের নির্দেশ প্রদান করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা হয়নি। এ দিকে আদালতের আদেশ প্রতিপালনে বিলম্বের কারণে বাদীগণ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে (৪৪৬/২০১৬) এবং আদালত ১৫/১২/২০১৬ তারিখে আদালত অবমাননা বিষয়ে রুল জারি করে। সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আইন-১ শাখার ০৭/০৫/২০১৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কনটেম্পট পিটিশন নং ৪৪৬/২০১৬ এর বিষয়ে গৃহীত আইনানুগ কার্যক্রম/পদক্ষেপ সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। হাইকোর্টের ১৩/০৮/২০১৮ তারিখের আদেশে বিবাদীগণ ০৪/১০/২০১৮ তারিখ ১০.৩০ মিনিটে আদালতে স্বশরীরে হাজির হন।

সভাপতি এ বিষয়ে জানতে চান যে, মামলা শুনানীর সময় বোর্ডের পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? না হয়ে থাকলে কি কারণে গ্রহণ করা হয়নি, মামলার রায়ের পর আপীল কেন করা হয়নি, মামলার বিষয়ে অবহেলা করার জন্য দায়ী কারা সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে এবং দ্রুত আপিল দায়ের করার পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত : (ক) স্টাফবাস সার্ভিস ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদেরকে নিয়মিত করার লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে দ্রুত আপীল করতে হবে।

(খ) মামলা সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি ২.০। বোর্ডের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ভূতাপেক্ষ অনুমোদন এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন।

পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মোট বাজেটের পরিমাণ ২৪৪,৬০,০০,০০০/- (দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি ষাট লাখ) টাকা মাত্র। বোর্ড সভা আহবান করা সম্ভব না হওয়ায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ২৫ ধারার ক্ষমতাবলে বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নথিতে অনুমোদন করেন। এটি বোর্ড সভার ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট বাজেটের পরিমাণ ৩২১,৪০,০০,০০০/- (তিনশত একুশ কোটি চল্লিশ লাখ) টাকা বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো। পূর্ববর্তী অর্থবছরের বাজেট বোর্ড সভা করে

অনুমোদন না নেয়ার কারন সভায় জানতে চাওয়া হয়। ভবিষ্যতে যথাসময়ে সভা করে বাজেট অনুমোদনের অনুরোধ করা হয়। মহাপরিচালক এ বিষয়ে বলেন যে, বিভাগীয় কমিশনারগণ বোর্ড সভার সদস্য। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভাগীয় কমিশনারদের প্রতি মাসে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সে সাথে আমাদের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। একবার সভার তারিখ প্রদান করা হলেও অনিবার্যকারণবশত তা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য কল্যাণ বোর্ডের বাজেট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত অনুমোদিত বাজেট ইতেমধ্যে ibass++ এ কোড ভিত্তিক এন্ট্রিও সম্পন্নকরা হয়েছে। কাজেই ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ২৪৪,৬০,০০,০০০/- (দুইশত চুয়াল্লিশ কোটি ষাট লাখ) টাকা ভূতাপেক্ষা অনুমোদন এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট ৩২১,৪০,০০,০০০/- (তিনশত একুশ কোটি চল্লিশ লাখ) টাকা অনুমোদন দেয়া হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৩.০: বোর্ডের সকল ই-সেবার ক্ষেত্রে Unique Registration System প্রণয়ন ও সফটওয়্যারগুলোর ইন্টিগ্রেশন করে অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু:

পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ৮ম অধ্যায়ের ২৬০ নং নির্দেশ, এটুআই প্রোগ্রামের সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ বাস্তবায়ন বিষয়ক নির্দেশনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ-যৌথবীমা-দাফন অনুদানের আবেদন ফরম-০২ সহজিকরণ বিষয়টি ৩০তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয় এবং সমন্বিত ফরম-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯খ্রি. থেকে কার্যকর করা হয়। কল্যাণ বোর্ডে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে শিক্ষাবৃত্তির ২টি সেবার অনলাইন আবেদন চালু আছে। ইতোমধ্যে ৩টি অনুদানের [কল্যাণ-যৌথবীমা-দাফন] সমন্বিত Service Simplification Software প্রস্তুত করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর ডাটা সেন্টারে মার্চ, ২০২০ মাসে হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ও স্টাফবাসে অফিসে যাতায়াতের জন্য ই-টিকেটিং সিস্টেমটিও পর্যায়ক্রমে চালু হতে যাচ্ছে। বোর্ডের সকল অনলাইন সেবা একটি প্লাটফর্মে eservice.bkkb.gov.bd ডোমেইন এর আওতায় আনার জন্য **Unique Registration System** তৈরি করে সফটওয়্যারগুলোর সমন্বয় ও হোস্টিংপূর্বক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে জানতে চান যে, এ সফটওয়ার তৈরিতে কত টাকা ব্যয় হবে। পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, প্রায় ৩.০০ লাখ টাকার মত ব্যয় হতে পারে।

সিদ্ধান্ত : (ক) বোর্ডের সকল অনলাইন সেবা একটি প্লাটফর্মে **eservice.bkkb.gov.bd** ডোমেইন এর আওতায় আনার জন্য **Unique Registration System** তৈরি করে সফটওয়্যারগুলোর সমন্বয় ও হোস্টিংপূর্বক চালু করা;
(খ) কল্যাণ-যৌথবীমা-দাফন অনুদানের আবেদন প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যানপূর্বক সংযুক্ত করে দাখিল করা এবং আবেদনের কোন হার্ড কপি গ্রহণ না করা;
(গ) প্রাথমিক পর্যায়ে এ সফটওয়্যার কার্যক্রম ঢাকা মহানগরের অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত এবং পরবর্তীতে সারা দেশে রেপ্লিকেট করতে হবে;

বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৪.০। বোর্ডের ২০১৩ সালের পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসরভাতা ও অবসরসুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্প চালুকরণ:

'বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩' প্রণীত হওয়ার পর নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রবিধানমালার ৫০ বিধি অনুযায়ী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসরভাতা ও অবসরসুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্প (Scheme) চালুর বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে ১৭/০৯/২০১৭ তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০২.০১.০৩৬.১৫-১০৪৭ নং স্মারকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসরভাতা ও অবসরসুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্প (Scheme) চালুর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের জবাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২২/১১/২০১৭ তারিখে ০৫.১২৩.০০২.০০.০০.০০৩.১৪(অংশ)-২১৪৩ নং স্মারকে জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৯/০৮/১৯৯৯ তারিখের পত্র নং মপবি/শা/অর্থ-৭/৯৯-১৬৩ অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়ে

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্প (Scheme) চালুর বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী (ক) পেনশন, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ১২ মাসের ছুটি নগদায়ন চালু করতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে। সে পরিমাণ অর্থ একটি স্বতন্ত্র একাউন্ট খুলে রাখতে হবে। পরবর্তীতে Actuarial firm দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে দিতে হবে; (খ) প্রতিষ্ঠানটির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ স্বতন্ত্র তহবিলে রক্ষিত হয়েছে মর্মে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক অডিটের কাছে নিযুক্ত একটি চাটার্ড একাউনটেন্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে; (গ) অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করার পর পেনশন সংক্রান্ত খসড়া বিধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত পেনশন স্কীম (পরিকল্প) চালুর লক্ষ্যে একটি হিসাব খুলে তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ জমার অনুমোদন চাওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত : প্রস্তাবিত পেনশান স্কীম এর রূপরেখা সম্বলিত একটি পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবরে দ্রুত দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৫.০। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারণে দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ১০ হাজার হতে ১৫ হাজার টাকা উন্নীতকরণ।

পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, সরকারি ও বোর্ডে নিবন্ধিত ২০টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁর উপর নির্ভরশীর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারণে দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাবদ ১০.০০ হাজার টাকা প্রদান করা হতো। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ টাকা অপ্রতুল হওয়ায় উক্ত টাকা বৃদ্ধি করে ১৫.০০ হাজার টাকা করা যেতে পারে। বর্তমান হারে টাকা প্রদান করায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৫,৩০,০০০/-(পচিঁশ লাখ ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুদান বৃদ্ধির ফলে আনুমানিক ৪৫ লাখ টাকা ব্যয় হতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে বলেন যে, দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়া বাবদ অনুদান ১০.০০ হাজার টাকা ১৫.০০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা একটি ভালো প্রস্তাব হওয়ায় সর্বসম্মতভাবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের লাশ পরিবহণের জন্য পরিবহন পুল ২টি এম্বুল্যান্স ক্রয় করেছে। উক্ত এম্বুল্যান্স ব্যবহার করার জন্য সরকারি কর্মচারীদের অবহিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: **(১) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারণে দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ১০,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫,০০০/- টাকা করা হয়। ইহা ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে।**

(২) লাশ পরিবহনের জন্য পরিবহন পুলের এম্বুল্যান্স ব্যবহারের বিষয়ে সকল সরকারি কর্মচারীদের অবহিত করা হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৬.০। **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১৭ (সতের) টি গাড়ি বিক্রয়ের অবহিতকরণ।**

পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৯ টি গাড়ি অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত বিআরটিএ এর মাধ্যমে সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গাড়িগুলো "অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি" কর্তৃক অকেজো ঘোষণা করা হয়। অকেজো ঘোষিত ১৯ টি গাড়ি বিক্রয়ের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ০২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজী) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। নিলামে ১৯ টি গাড়ির মধ্যে ১৭ টি গাড়ি বিক্রয় করা হয়। ১৭ টি অকেজো ঘোষিত গাড়ি বিক্রয় বাবদ মোট ২৯,৯১,৮৭৬/- (উনত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত ছিয়াত্তর মাত্র) টাকা এ বোর্ডের "সরকারি কর্মচারী কল্যাণ কমিটি" শিরোনামের একাউন্টে জমা প্রদান করা হয়েছে। গাড়িগুলো বিক্রয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রয়োজন। গাড়িগুলো সরকারি সকল নিয়ম কানুন প্রতিপালন করে এ অকেজো গাড়িগুলো বিক্রয় করা হয়েছে। বিক্রয়ের বিষয়টি বোর্ডকে অবহিত করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির অকেজো ঘোষিত ১৭ (সতের) টি গাড়ি বিক্রয়ের বিষয়ে বোর্ড অবহিত হলেন।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৭.০। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধিকরণ।

পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বার্ষিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে জীবনযাত্রা ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান অতি সামান্য। সে বিবেচনায় স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সাহায্যে ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ খাতে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৪,০০,০০০/- (চার লাখ) টাকা ব্যয় হয়। প্রস্তাব অনুমোদিত হলে আরো অতিরিক্ত ৪,০০,০০০/- (চার লাখ) টাকা প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত চিকিৎসা সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ১০,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০,০০০/- করা হয়েছে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ০৮.০। বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও মেকানিক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান;

বাংলাদেশ কমর্চারী কল্যাণ বোর্ডে ৮৯টি গাড়িচালক ও ১৩টি মেকানিক এর পদ সৃজিত রয়েছে। উক্ত পদের মধ্যে অবসরজণিত কারণে বর্তমানে গাড়িচালকের ৩৭ টি ও মেকানিকের ৭টি সহ মোট ৪৪টি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে দাপ্তরিক কাজে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর গাড়ি দ্বারা বাংলাদেশ সচিবালয়সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনা-নেয়া করা হয়। অন্যদিকে, কারিগরি কর্মচারীরা (মেকানিক) বোর্ডের চলমান গাড়িগুলো দৈনন্দিন মেরামত ও সার্ভিসিং করে রাস্তায় সচল রাখে। রাস্তায় চলাচল করার সময় গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। যান্ত্রিক ত্রুটিগুলো কারিগরি কর্মচারীদের মাধ্যমে মেরামত করা হয়। বর্তমানে বোর্ডের অভিজ্ঞ কারিগরি কর্মচারিরা অবসরে গমণ করায় গাড়িগুলোর দৈনন্দিন মেরামত ও সার্ভিসিং এ অসুবিধা হচ্ছে। কারিগরি কর্মচারীর স্বল্পতায় কারণে দৈনন্দিন মেরামত কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। এতে যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়াও বিদ্যমান গাড়িচালক ও মেকানিকদের মধ্যে অনেকেই চলতি বছর অবসরে গমণ করবেন। ফলে যাত্রীসেবা আরো ব্যহত হবে। সেপরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও মেকানিকদের যদি অবসরের পরে নতুন জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে যাত্রীসেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বিক বিবেচনায় বোর্ডের অবসরগামী/অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও মেকানিকদের বিশেষক্ষেত্রে অবসরের পরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের অবসরগামী/অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও মেকানিকদের নীতিমালার আলোকে বিশেষক্ষেত্রে অবসরের পরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা যেতে পারে। আউট সোর্সিং এর ক্ষেত্রে মেকানিক ও গাড়িচালকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ হতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি: ১০.০। **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৬৩টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ৩০তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০শে জুন, ২০২০ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উক্ত ২১০টি পদ ৩০শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত পদসমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টিসহ মোট ২১০টি পদ ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচি ১১.০। **বিবিধ:**

(ক) **বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু সাঈদ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হওয়ায় অবশিষ্ট ২০% পেনশন মঞ্জুরি প্রদান।**

পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু সাঈদ ১৫/০১/২০১৯ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে ২,৩২,০০০/- (দুই লাখ বত্রিশ হাজার) টাকার অডিট আপত্তি রয়েছে। উক্ত আপত্তিটি নিস্পত্তি না হওয়ায় তাকে ৮০% আনুতোষিক প্রদান করা হয়। দীর্ঘ দিন অডিট আপত্তিটি নিস্পত্তি না হওয়ায় তিনি পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড হতে বঞ্চিত হন। তার অবশিষ্ট পাওনা ২০% প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনার জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলো। অবশিষ্ট ২০% প্রদানের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিকৃত টাকা কেটে রেখে অবশিস্ট টাকা প্রদানের বিষয়ে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। অডিট আপত্তি পরবর্তীতে নিস্পত্তি হলে কর্তনকৃত টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: **মানবিক কারণে অডিট আপত্তিকৃত ২,৩২,০০০/- (দুই লাখ বত্রিশ হাজার) টাকা কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা প্রদান করা যেতে পারে।**

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) **মৃত/অক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ ও পরিবারকে মাসিক কল্যাণ ভাতা ব্যাংক থেকে অনুদানের অর্থ উত্তোলনের অনুমতি একসাথে ৬ মাসের স্থলে ১২ মাস বৃদ্ধিকরণ।**

পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত/অক্ষম কর্মচারীদের পরিবারকে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এ ভাতা ব্যাংক থেকে অনুদানের অর্থ ৬ মাসের মধ্যে উত্তোলন করতে না পারলে কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। উক্ত ভাতা উত্তোলনের অনুমতি ৬ মাস হতে বৃদ্ধি করে ১২ মাস করা যেতে পারে। কারণ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেকে ৬ মাসের মধ্যে টাকা উত্তোলন করতে পারছে না, সে জন্য প্রতিদিন অনেক ভাতা গ্রহীতাকে অত্র অফিসে পুনঃরায় অনুমোদন নেয়া জন্য আসতে হয়। তাই এ ভাতা উত্তোলনের অনুমতি ১২ মাস পর্যন্ত করা যেতে পারে। এটা একটি ভালো উদ্যোগ হওয়ায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত : **কল্যাণ ভাতা ব্যাংক থেকে উতত্তোলনের অনুমতি ৬ মাসের পরিবর্তে ১২ মাস করা হলো।**

বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/০৮/২০২০

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়